ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ দশম সংসদেরর (২০১৪ -২০১৮) একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. পার্লামেন্টওয়াচ কী?

উত্তর: পার্লামেন্টওয়াচ হচ্ছে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সমূহের ওপর টিআইবি'র নিয়মিত তথ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন। সরকার কিভাবে সংসদে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে এবং সরকার ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছেন, তা সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে সংসদকে কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচটি (আগস্ট ২০০২, মে ২০০৩, ডিসেম্বর ২০০৩, মার্চ ২০০৫, জুন ২০০৬) এবং পরবর্তীতে সবগুলো অধিবেশনের ওপর ১টি সমন্বিত প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি ২০০৭) প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় নবম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে মোট ৪টি প্রতিবেদন (জুলাই ২০০৯, জুন ২০১১, জুন ২০১৩, মার্চ ২০১৪) এবং দশম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে মোট ৪টি প্রতিবেদন (৭ জুলাই ২০১৪, ২৫ অক্টোবর ২০১৫, ১৭ মে ২০১৮, ৯ এপ্রিল ২০১৭) প্রকাশ করে। বর্তমান প্রতিবেদনটি সামগ্রিকভাবে দশম সংসদের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

২. গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: পার্লামেন্টওয়াচ গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে (২৩টি অধিবেশনের ৪১০ কার্যদিবস) তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংসদ অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারির পরিবেশ, সদস্যগণের আচরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিমাণবাচক তথ্যসমূহ পরিসংখ্যান সফটওয়্যার - এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে?

উত্তর: গবেষণা প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে - সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম বাজেট আলোচনা, বিলের ওপর আলোচনা (সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব, মন্ত্রীর বক্তব্য), প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম, সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা, বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়, সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ, ভাষার ব্যবহার এবং সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা ইত্যাদি।

৪. সংসদ থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংসদকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

পূর্বের ন্যায় দশম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে গবেষণা পরিচালনার জন্য লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়।

৫. টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

উত্তর: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দশম সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার এবং প্রতিটি বিল পাসের গড় সময় তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস উত্থাপন করে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গি অপতৎপরতা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলের বক্তব্যে আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির উল্লেখসহ বাজেটে প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর গঠনমূলক সমালোচনার মতো ইতিবাচক বিষয়ও লক্ষণীয়।

অন্যদিকে কোরাম সংকট, আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের হার পূর্বের মতই কম। আইন প্রণয়নে সদস্যদের বিশেষ করে সরকার দলীয় সদস্যদের কম অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয় এখনও বিদ্যমান। অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে এবং গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়। নারী সদস্যদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হলেও বিভিন্ন আলোচনায় তাদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপিত হয়নি। তাছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা এবং সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ লক্ষণীয়। সর্বোপরি, কথিত প্রধান বিরোধী দলের আত্ম-পরিচয় সংকটসহ দ্বৈত অবস্থানের কারণে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তারা যেমন প্রত্যাশিত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি, তেমনি সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করা সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন দেখা যায়নি দশম সংসদে।

৬. কোরাম সংকটের আর্থিক মূল্য কি পদ্ধতিতে প্রাক্কলন করা হয়?

উত্তর: কোরাম সংকটের সময় সম্পর্কিত তথ্য সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রমের রেকর্ড থেকে স্টপওয়াচের মাধ্যমে গণনা করা হয়। দশম সংসদে প্রায় সকল কার্যদিবসে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন নির্ধারিত সময়ের বিলম্বে শুরু হয় এবং নামাজের বিরতির পর নির্ধারিত সময়ে অধিবেশন কার্যক্রম শুরু হয় না। অধিবেশন শুরুর বিলম্বিত সময় এবং নামাজ বিরতির পর অধিবেশন শুরুর বিলম্বিত সময় যুক্ত করে মোট কোরাম সংকট প্রাক্কলন করা হয়। সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। সার্বিকভাবে প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশনে মোট ১৯৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট কোরাম সংকট প্রাক্কলন করা হয় যা ২৩টি অধিবেশনের প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময় (অধিবেশনের মোট সময় + মোট কোরাম সংকট = ১৬০৪ ঘন্টা ৩৯ মিনিট) - এর ১২%। অধিবেশন পরিচালনার প্রতি মিনিটের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সর্বশেষ অর্থবছরের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করতে না পারায় উক্ত বছরের হালনাগাদ তথ্যও এখানে সন্নিবেশ করা যায়নি। উল্লেখ্য, এই প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭. এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে টিআইবি ১১ দফা সুপারিশ উত্থাপন করেছে। সুপারিশগুলো হল: ১. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে; 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদ সদস্যদের সংসদের ভেতরে এবং বাইরের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে নির্দেশনা থাকবে ; সংসদীয় কার্যক্রম এমন হবে যেখানে সরকারি দলের একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে কার্যকর বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হবে; ২. সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে; সদস্যদের জন্য অধিবেশনে এক্সপাঞ্জকৃত শব্দের তালিকাসহ কার্যপ্রণালী বিধির সহজবোধ্য সংস্করণ হিসেবে 'নির্দেশিকা পুস্তক' তৈরি করা যেতে পারে; ৩. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে বিধি অনুযায়ী রুলিং প্রদান ও অসংসদীয় ভাষা এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে; ৪. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; ৫. আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলসমূহ সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকেও কার্যকর করতে হবে; ৬. কোনো কমিটিতে কোনো সদস্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেলে উক্ত কমিটি থেকে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করতে হবে; ৭. বিধি অনুযায়ী কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে; ৮. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ জাতীয় বাজেটে তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক বরাদ্দপ্রাপ্ত শীর্ষ দশটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিসমূহের মধ্যে অর্ধেক কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধীদলীয় সদস্যদের মনোনয়ন দিতে হবে; ৯. কমিটি সভার প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, এবং ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তার বিস্তারিত মন্তব্য/ব্যাখ্যা লিখিতভাবে কমিটির পরবর্তী সভায় (বিধি অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে) জানানোর বিধান করতে হবে; ১০. সংসদ

অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, বিধি অনুযায়ী কমিটি প্রতিমাসে একটি সভা করতে ব্যর্থ হলে তার ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন এবং কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে; ১১. সংসদ সদস্যদের সম্পদের প্রতিবছরের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করতে হবে।

৮. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডক্যুমেন্ট, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্যে নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এই প্রতিবেদন সংক্রান্ত অতিরিক্ত আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে; ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই- মেইল (info@ti-bangladesh.org). টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশের দিনে মূল প্রতিবেদনসহ এর সার সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

৯. পার্লামেন্ট নিয়ে গবেষণা করার অধিকার টিআইবি'র মত প্রতিষ্ঠানের আছে কি না?

উত্তর: জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করছেন তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। জাতীয় সংসদের ওপর গবেষণা পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে তা জনগণের কাছে প্রকাশ করা এই অধিকার পূরণে সহায়ক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংসদকে কার্যকর ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ বা বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংসদ রিপোর্ট কার্ড বা সংসদ পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপি ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) রয়েছে। তাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশের অধিকার টিআইবি'র মত প্রতিষ্ঠান গুলোর রয়েছে।

১০. অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও টিআইবি এই প্রতিবেদন কেন প্রকাশ করছে?

উত্তর: জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম সংসদ, যার মূল কাজ - আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদকে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনারও সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২' এ সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬.৬ ও ১৬.৭' এ যথাক্রমে সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং ১৯৭৩ সালে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন এর সদস্য পদ লাভ করে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে ২০০১ সাল থেকে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের ওপর গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কার্যক্রমের ফলে ইতিমধ্যেই কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে যেমন - কোরাম সংকট হ্রাস, প্রতিটি বিল পাসে ব্যয়িত গড় সময় বৃদ্ধি, প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন, উভয় দল থেকে সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম তুলে ধরে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান, সদস্যদের অনুপস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে অধিবেশনে সংসদ নেতা, সদস্য এবং স্পিকারের আলোচনা ইত্যাদি। টিআইবি'র প্রতিবেদনের সমালোচনা সত্ত্বেও এর তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন সময়ে ইতিবাচকভাবে আলোচনায় উত্থাপন করা হয়। এই গবেষণা প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য ও সুপারিশসমূহ জাতীয় সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে টিআইবি প্রত্যাশা করে।